মাল্টিসোর্সিং লিমিটেডের সঙ্গে একীভূত হবে কেঅ্যান্ডকিউ

মোবাইল ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভিএএস) প্রোভাইডার কোম্পানি মাল্টিসোর্সিং লিমিটেডের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কেঅ্যান্ডকিউ (বাংলাদেশ) লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ও বিশেষ সাধারণ সভায় (ইজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের পর একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে আরো জানা গেছে, কেঅ্যান্ডকিউর সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করেছে মেসার্স মাফেল হক অ্যান্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস। কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদও তা অনুমোদন করেছে। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত কোম্পানির সম্পদের বর্তমান মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৮ কোটি ৪৭ লাখ ৯৫ হাজার ৮৭৩ টাকা, যেখানে বুক ভ্যালু ছিল ১৩ কোটি ৮১ লাখ ৩৪ হাজার ৭২৩ টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানির পুনর্মূল্যায়নজনিত উদ্বৃত্ত দাঁড়াচ্ছে ৪৪ কোটি ৬৬ লাখ ৬১ হাজার ১৫০ টাকা। ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৭ হিসাব বছরে কোনো লভ্যাংশ দেয়নি কেঅ্যান্ডকিউ। গেল হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৫ পয়সা। ৩০ জুন এর শেয়ারপ্রতি নিট দায় (ঋণাত্মক এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ১১ টাকা ৪৫ পয়সায়। http://bonikbarta.net

সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালসের আইপিও অনুমোদন

সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডকে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে ৩০ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গতকাল কমিশনের ৬৪৭তম কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়। কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সাইফুর রহমান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৩ কোটি শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালসকে ৩০ কোটি টাকা উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলিত অর্থ কোম্পানিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা ভবন নির্মাণ, ব্যাংকঋণ পরিশোধ ও আইপিও খাতে খরচ করবে।http://bonikbarta.net

নতুন ও রিকন্ডিশন গাড়ির শুল্কবৈষম্য দূর করার তাগিদ

পুরনো গাড়ি আমদানি নিরুৎসাহিত করতে প্রস্তাবিত বাজেটে অবচয় সুবিধা বছরভিত্তিক ৫ শতাংশ হারে কমানো হয়েছে। এর প্রভাবে নতুন ও রিকন্ডিশনড গাড়ির ক্ষেত্রে শুল্কবৈষম্য দেখা দিয়েছে। ফলে নতুনের চেয়ে রিকন্ডিশনড গাড়ির দাম পড়ছে বেশি। প্রস্তাবিত বাজেট থেকে এ বৈষম্য দূর করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ রিকন্ডিশনড ভেহিকলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) নেতারা। গতকাল ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বারভিডা। শুল্কস্তর বাড়িয়ে রিকন্ডিশনড গাড়ি আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ ও প্রজ্ঞাপন সুবিধার আওতায় নতুন গাড়ির শুল্ক ফাঁকি দেয়াকে উৎসাহিত করার প্রতিবাদ হিসেবেই এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি মো. হাবিব উল্লাহ ডন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বারভিডার সহসভাপতি রায়হান আজাদ, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সাবেক সভাপতি আবদুল হামিদ শরীফ, আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ।http://bonikbarta.net

সাসটেইনেবল অ্যাপারেল কোয়ালিশনে যোগ দিল ডেনিম এক্সপার্ট

প্রথম বাংলাদেশী কারখানা হিসেবে সাসটেইনেবল অ্যাপারেল কোয়ালিশনে (এসএসি) যোগ দিয়েছে ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেড। এসএসির সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে ডেনিম এক্সপার্ট দুই শতাধিক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, ক্রেতা, উৎপাদনকারী, অলাভজনক পরিবেশবাদী সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলো। এর মধ্যে রয়েছে এডিডাস, পুমা, আমেরিকান ঈগল, ডিসনেপ, জি-স্টার, লিভাইস, গ্যাপ, আলদো, সিঅ্যান্ডএ, এসপিরিট, এইচঅ্যান্ডএম, আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার ফাউন্ডেশন, জিআইজেড, ডব্লিউডব্লিউএফের মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ও প্রতিষ্ঠান।http://bonikbarta.net

ট্রাম্পকিম বৈঠকের সুবাদে চাঙ্গা এশিয়ার শেয়ারবাজার-

সম্প্রতি শেষ হওয়া জি৭ বৈঠকের পর বিশ্ববাণিজ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য শীর্ষ অর্থনীতির দ্বন্দ্ব প্রকট হলেও গতকাল এশিয়ার বেশির ভাগ বাজারে চাঙ্গাভাব ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং-উনের আজকের ঐতিহাসিক বৈঠক এবং কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা বিনিয়োগকারীরা এদিন ইতিবাচক ছিলেন। খবর এএফপি, রয়টার্স। জি৭-এর বৈঠকে নেতারা একটি যৌথ ঘোষনার খসড়া চূড়ান্ত করলেও ট্রাম্প তাতে সম্মত হননি এবং বাণিজ্য নিয়ে দ্বন্দ্বে শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে অসততার দায়ে অভিযুক্ত করেন।http://bonikbarta.net

অর্থনৈতিক রূপান্তরে যুক্তরাষ্ট্র নয় চীনের দিকে তাকিয়ে উকোরিয়া .

পারমাণবিক কর্মসূচি বাদ দিলে মার্কিন বিনিয়োগে উত্তর কোরিয়া 'অনেক ধনী' হয়ে যাবে— আজকের বৈঠকে এ রকম প্রস্তাব দিতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু পিয়ংইয়ংকে অনুসরণ করা অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা জানান, উত্তর কোরিয়ার অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে চীন, যুক্তরাষ্ট্র নয়। খবর রয়টার্স। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তর কোরিয়া মার্কিন ধাঁচের পুঁজিবাদের দিকে যাবে না, বরং চীনা মডেলের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের দিকেই যাবে। চীনের এ ধারা চালু করেছিলেন দেং শিও পিং, যিনি ১৯৭৮ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মাও জে দংয়ের শাসনের ২৭ বছরের ডামাডোল শেষে চীন যে অর্থনৈতিক মডেলের দিকে যাত্রা করেছিল, তা মূলত দেং শিও পিংয়ের হাত ধরেই। মাও জে দংয়ের শাসনামলে পুঁজিবাদ নিষিদ্ধ ছিল, ব্যক্তিগত ব্যবসা ও সম্পদ রাষ্ট্র দখল করে সামষ্টিক মালিকানায় নিয়ে গিয়েছিল।http://bonikbarta.net

এক দশকে বৈশ্বিক উৎপাদন বছরে ২বাড়বে %২.

চীন ও ভারতসহ এশিয়ার ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোয় চায়ের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য পানীয় পণ্যটির উৎপাদন বাড়াতে মনোযোগ দিয়েছে চা উৎপাদনকারী দেশগুলো। এ কারণে আগামী এক দশকে ব্ল্যাক টির বৈশ্বিক উৎপাদন বছরে ২ দশমিক ২ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। একই সঙ্গে পরবর্তী এক দশকে বিশ্বব্যাপী গ্রিন টি উৎপাদনেও বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদনে এ সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। তবে আগামী দিনগুলোয় বাড়তি চাহিদার বিপরীতে বৈশ্বিক চা উৎপাদন খাতকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে বলে মনে করছে সংস্থাটি। খবর ফারইস্টার্ন এগ্রিকালচার ও রয়টার্স। http://bonikbarta.net